ইন্দিরা আবাস যোজনা

পথ নির্দেশিকা

ভূমিকাঃ একথা অনস্বীকার্য যে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে ও দেশের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারে অন্নের সংস্থান করতে বিভিন্ন মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে যা একটি উন্নয়নশীল ও কল্যাণকর রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। দুভার্গ্যজনকভাবে দারিদ্রের একটি অন্যতম কারণ ও ফল যে গৃহহীনতা, অনেকদিন পর্যন্ত সেদিকে খুব সুনির্দিষ্ট নজর ছিল না। ১৯৮০ সালে চালু হওয়া এন.আর.ই.পি. ও ১৯৮৩ সালে চালু হওয়া আর.এল.ই.জি.পি.-তে একটি অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে গ্রামীন দরিদ্র মানুষের গৃহ নির্মান স্থান করে নেয়। ১৯৮৫ সালে আর.এল.ই.জি.পি.-তে তপশীলি জাতি, উপজাতি ও মুক্তিপ্রাপ্ত বন্ডেড লেবার এর গৃহ নির্মানের লক্ষ্যে আর.এল.ই.জি.পি.-র উপপ্রকল্প হিসাবে ইন্দিরা আবাস যোজনা চালু করা হয়। এই সময়েই চালু হওয়া জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্পে ৬ শতাংশ অর্থ উপরিউক্ত তিনধরনের পরিবারের গৃহ নির্মানে ও পরবর্তীকালে আরও চার শতাংশ অর্থ অন্যান্য দরিদ্র পরিবারের গৃহ নির্মানে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত হয়। অবশেষে ১৯৯৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প ইন্দিরা আবাস যোজনা আত্মপ্রকাশ করে।

উদ্দেশ্যঃ গৃহ কেবলমাত্র মাথা গোজার একটি ঠাঁইমাত্র নয়। বাসগৃহ মানুষের বেঁচে থাকার ও সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি অন্যতম উপাদান। একদিকে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার হাত থেকে আশ্রয় এবং অন্যদিকে বাইরের জগতের টানাপোড়েন থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে বাসগৃহকে দেখা প্রয়োজন। বাসগৃহ মানুষকে তার স্বতন্ত্র সত্ত্বা চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিতে বাসগৃহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সামাজিক উন্নয়নে তাই বাসগৃহ এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উপাদান এবং সেই লক্ষ্যে ইন্দিরা আবাস প্রকল্পে যে প্রাথমিক বাসস্থানের কথা বলা হয়েছে তাতে বাসস্থানের সঙ্গে রান্নার জায়গা ও শৌচাগারকে আবশ্যকীয় করা হয়েছে।

কারা সহায়তা পাবেনঃ

- এই প্রকল্পে সহায়তা পাবার প্রাথমিক শর্তই হল দরিদ্র। পরিবারটিকে অতি অবশ্যই দারিদ্রসীমার নীচের পরিবার হতে হবে।
- গৃহ নির্মানের সুযোগ কেবলমাত্র তাদেরই দেওয়া হবে যারা গৃহহীন। এজন্য বাসগৃহ নেই এমন পরিবারই এই প্রকল্পের আওতায় প্রথমে আসবেন। তবে কাঁচা বাড়ীকে উন্নততর (Upgradation) করার সুযোগও এই প্রকল্পে আছে।
- অগ্রাধিকার পাবেন তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, মহিলা প্রধান পরিবার, বিধবা, শারীরিকভাবে অক্ষম (ন্যূনতম চল্লিশ শতাংশ), যুদ্ধে নিহত সৈনিকের পরিবার (দারিদ্রসীমার নীচে না হলেও হবে)।
- দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী এবং গৃহহীন এমন পরিবারগুলিকে নিয়ে জেলা ও ব্লকে একটি করে ইন্দিরা আবাস যোজনার স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকা আছে। ঐ তালিকা থেকে তপশিলী জাতি ও উপজাতি পরিবার গুলির জন্য ৬০ শতাংশ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ১৫ শতাংশ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ৩ শতাংশ সংরক্ষন থাকা প্রয়োজন।

প্রকল্প ব্যয়ঃ ২০১৩-১৪ আর্থিক বর্ষ হতে এই জেলার জন্য প্রকল্প ব্যয় পূর্বের প্রকল্প ব্যয় ৪৮,৫০০ টাকা থেকে বর্ধিত হয়ে ৭৫,০০০ টাকা হয়েছে। এই অর্থের ৭৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় সহায়তা ও ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকারের সহায়তা।

অর্থ সাহায্যের প্রক্রিয়াঃ

- গৃহ নির্মান সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট পরিবারের দায়িত্ব। বিগত বছর পর্যন্ত দুই কিস্তিতে এই অর্থ উপভোক্তাকে প্রদান করা হত। বর্তমান বছর থেকে এই কিস্তির সংখ্যা হবে তিন।
- প্রথম কিস্তির অর্থ (প্রকল্পের ২৫ শতাংশের বেশী হবে না) দেওয়া হবে গৃহ নির্মানের অনুমোদনের সঙ্গে এবং জমির অবস্থান দেখে নিয়ে।
- দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ (প্রকল্পের ৬০ শতাংশের কম হবে না) দেওয়া হবে গৃহ নির্মানের কাজ অর্ধেকের বেশী সম্পূর্ণ হলে (লিনটেল লেভেল)।
- তৃতীয় কিস্তির অর্থ (প্রকল্পের ১৫ শতাংশের বেশী হবে না) দেওয়া হবে নির্মান শেষে।
- প্রতিটি স্তরেই কাজের তদারকির ছবি তুলে AWAASsoft- এ প্রকাশ করতে হবে।

গ্রাম সংসদের ভূমিকাঃ স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকা উপকৃত চিহ্নিত করা হলেও প্রতি বছরই উপকৃত নির্বাচনের জন্য নামগুলি গ্রাম সংসদ সভায় পেশ করে যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। এমন হতে পারে যে স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকায় নাম থাকা কোন পরিবার পরবর্তী সময়ে অন্য কোন প্রকল্পে গৃহ নির্মানের সহায়তা পেয়েছেন বা নিজস্ব সম্পদের সাহায্যে ইতিমধ্যেই পাকাগৃহ নির্মান করে ফেলেছে। এসব ক্ষেত্রগুলিতে তালিকায় নাম থাকা সত্বেও সেই পরিবারকে ইন্দিরা আবাস যোজনায় গৃহ নির্মানের সহায়তা দেওয়া যাবে না।

অনুমোদনের পর্যায়ঃ গ্রাম সংসদের সুপারিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে পৌঁছাবে। এর ভিত্তিতে ব্লক কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে প্রস্তাবিত পরিবারের উপযুক্ততা যাচাই করে নেবেন। উপযুক্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হলে তা অনুমোদনের জন্য জেলা পরিষদে পাঠাতে হবে। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ AWAASsoft নামক সফটওয়্যার ব্যবহার করে অনুমোদন পত্র তৈরী করে ব্লক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে পাঠাবেন। অনুমোদিত হলে প্রথম কিস্তির টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্টে জমা পড়বে। এই পর্যায়ে ছবি তুলে তা AWAASsoft- এ আপলোড করতে হবে। পরবর্তী কিস্তি দুটির টাকাও একইভাবে তদন্ত সাপেক্ষে ছবি তুলে AWAASsoft পোর্টালে আপলোড করে দিতে হবে।

নির্মান সময়ঃ

- ১ম দফা – লিনটেল লেভেল – ১ম কিস্তি থেকে ৯ মাসে
- ২য় দফা – সম্পূর্ণ নির্মান – ২য় কিস্তি থেকে ৯ মাস
- বাড়ী সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আই.এ.ওয়াই. লোগো সম্বলিত ডিসপ্লে বোর্ড প্রতি বাড়ীতে লাগাতে হবে যেখানে উপভোক্তার নাম, বছর ও প্রকল্প ব্যয় উল্লিখিত থাকবে।

উপভোক্তা সচেতনতাঃ সকল উপভোক্তাকে বাড়ী তৈরীর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি শিবিরে একত্রিত করতে হবে। এ বিষয়ে বৃদ্ধ, অক্ষম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী উপভোক্তাদের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। উপভোক্তাদের অধিকার, দায়িত্ব, আর্থিক সাহায্য, বাড়ী নির্মান পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে মডেল বাড়ীও প্রদর্শিত হতে পারে।

প্রশাসনিক ব্যয়ঃ এবার প্রথম ইন্দিরা আবাস যোজনায় ৪ শতাংশ প্রশাসনিক ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে। এর মধ্যে ০.৫ শতাংশ অর্থ রাজ্য নিজের কাছে রাখবে ও বাকী ৩.৫ শতাংশ অর্থ জেলা পর্যায়ে বরাদ্দ হবে। এই বাবদ প্রাপ্ত অর্থ উপভোক্তা সচেতনতা, আই.ই.সি. প্রস্তুতিকরণ, আধিকারিক কর্মী ও নির্ধারিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কাজের পর্যবেক্ষন, AWAASsoft- এ ডাটা এন্ট্রি, বিভিন্ন পর্যায়ে নির্মিত বাড়ীর ছবি তোলা, কমিউনিটি রিসোর্স পারসন (CRP) ও এনজিওদের প্রশিক্ষন, ভাতা প্রভৃতির জন্য খরচ করা যেতে পারে।

সমন্বয়ঃ এই প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে আরও একটু বেশী সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আসবে সমন্বয়ের প্রশ্নটি।

নির্মল ভারত অভিযানঃ ঘরের সঙ্গে শৌচাগার তৈরী করতে হবে। অর্থের সূত্র আছে নির্মল ভারত অভিযানে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পঃ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে উপকৃত প্রকল্পে ইন্দিরা আবাস যোজনায় গৃহ নির্মানের সুযোগ পেয়েছে এমন পরিবারের জমিতে কাজ করার বিধান আছে। এক্ষেত্রে জমির উন্নয়ন এমনকি বাড়ীর ভিত কাটা, জমিটাকে প্রয়োজনে উঁচু করে নেওয়া, ঘরের পাশে ফলের গাছ লাগানো সুযোগ থাকলে পুকুর কাটা, একবাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে যাতায়াতের রাস্তা, ব্যক্তি বা সমষ্টি উপভোক্তার জন্য পানীয় জলের কূপ খনন – এসব কাজ করা যেতে পারে।

রাজীব গান্ধী গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ যোজনাঃ এই যোজনায় ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর তৈরী হয়েছে এমন পরিবার বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে পারে। পঞ্চায়েতকে উদ্যোগ নিয়ে এই ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।

জাতীয় গ্রামীন জীবিকা মিশনঃ গ্রামের দরিদ্র মহিলারা এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনও না কোনও স্বনির্ভর দলের সদস্য। এই দলের সহযোগিতা নিয়ে উপকৃত পরিবার তাদের নূতন নির্মিত বাসগৃহেও আয় উপায়ে সহযোগী কোনও অর্থনৈতিক কাজ শুরু করতে পারে এবং এই কাজে প্রশিক্ষনেরও সুযোগ পেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনাঃ যেহেতু ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার, তাই পরিবারটি রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ অবশ্যই পাওয়ার অধিকারী। এছাড়া ব্যাংক থেকে অনেক কম সুদের হারে (শতকরা ৪ শতাংশ) ইন্দিরা আবাস যোজনায় নির্মানের অনুমোদন প্রাপ্ত পরিবারকে লোন দেওয়ার সুযোগ আছে। এটিকে বলে ডি.আর.আই. (ডিফারেন্সিয়াল রেট অফ ইন্টারেষ্ট) লোন। বর্তমানে ২০০০০ টাকা পর্যন্ত লোন একটি পরিবার এই প্রকল্পে পেতে পারে। এই অর্থটি ইন্দিরা আবাস যোজনায় প্রাপ্ত অনুদানের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারলে টাকার অংকটা বাড়ে এবং ফলত বাড়ীটা আরেকটু ভাল করা সম্ভব হয়।

উপসংহারঃ গ্রামোন্নয়নের যতগুলি প্রকল্প আছে ইন্দিরা আবাস যোজনা তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে একটি দরিদ্র পরিবারের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প। প্রকল্পটি রূপায়ন করাও সহজ। মাঝখানে কোন ঠিকাদার নেই। নেই কোন সরবরাহকারী সংস্থা। নিজস্ব একটি বাড়ী প্রতিটি পরিবারের স্বপ্ন। নিজস্ব একটি বাড়ী পরিবারের ক্ষমতায়নে সহায়ক। দরিদ্র পরিবারগুলিকে এই বাড়ী তৈরী করতে সাহায্য করতে পারার পরিতৃপ্তিই আলাদা। পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারী পদাধিকারীরা উদ্যোগী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে এই কাজে এগিয়ে এলে তাদের যে পরিতৃপ্তি আসে সেই পরিতৃপ্তি অনেক দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে।